শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয়: বৌদ্ধ ধর্ম

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন: বৌদ্ধ ধর্ম

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

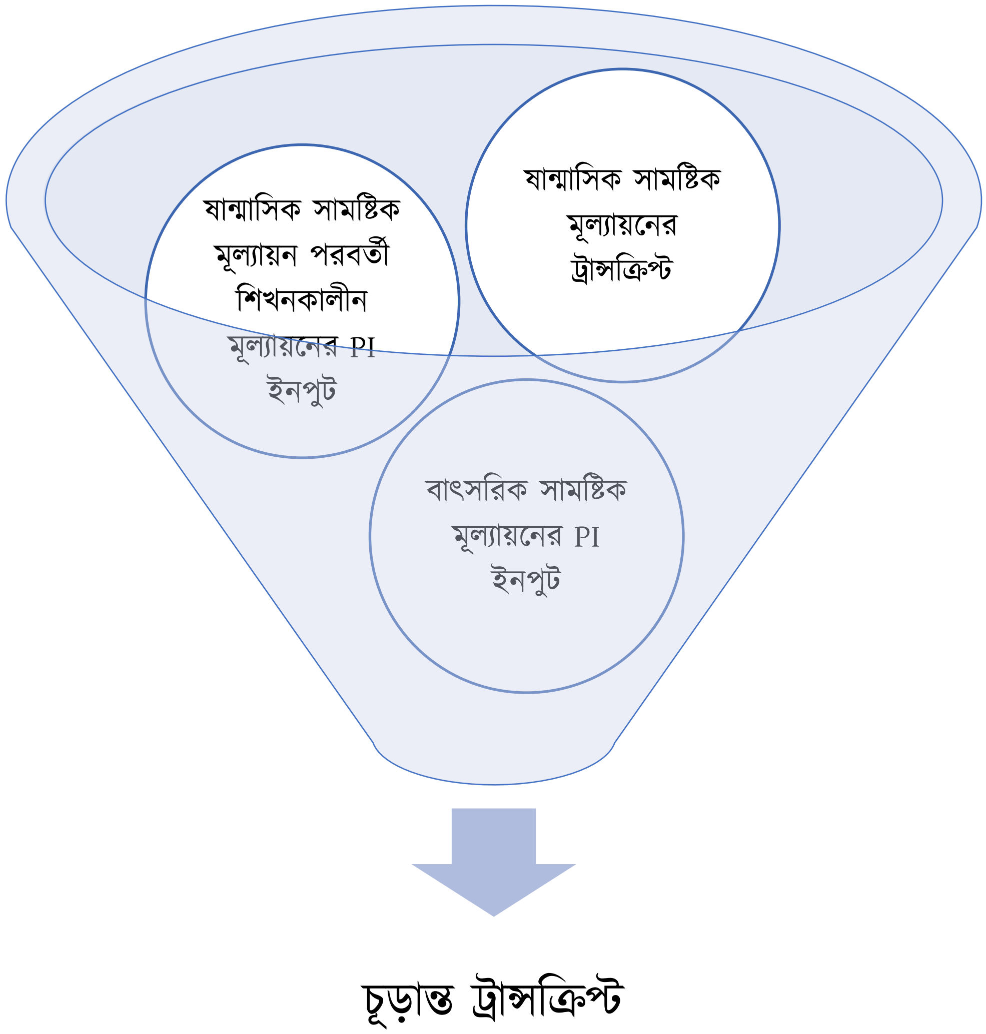

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

মূল্যায়ন প্রকল্প / কাজের বিবরণ:

প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

৭.২ বৌদ্ধধর্মের মৌলিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধিবিধান- চর্চা করতে পারা।
৭.৩ বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।

প্রাসঙ্গিক পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ:

৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধান অনুধাবন করছে।
৭.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে।
৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।

কাজের সারসংক্ষেপ:

শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকের আলোকে ডেঙ্গু বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত রোগীর সেবায় করণীয় অনুসন্ধান করবে। এরপর তারা তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করবে এবং সেই সাথে ডেঙ্গু রোগী বা অন্য কোন রোগীর আরোগ্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে।

কর্মদিবস অনুসারে কাজের পরিকল্পনা:

কর্মদিবস ১: ৯০ মিনিট

- শিক্ষার্থীরা নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে পরিবার/আত্মীয়/প্রতিবেশী একজন ডেঙ্গু রোগী/অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষায় কী কী করেছে এককভাবে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে অসুস্থ ব্যক্তির/রোগীর সেবায় বৌদ্ধধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে কী কী করা যায় সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবে। প্রয়োজনে অভিভাবক/ধর্মীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করবে অথবা প্রয়োজনে অন্য কোন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে তা সংরক্ষণ করবে।

- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং অভিভাবক/ধর্মীয় ব্যক্তির নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে বৌদ্ধধর্মীয় বিধি-বিধান বা শাস্ত্র অনুসারে অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় করণীয়সমূহ চূড়ান্ত করবে এবং খাতায় লিখে রাখবে।
- শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক দল গঠন করবে। কোন দল কীভাবে উপস্থাপনা করবে তা আলোচনা করবে। উপস্থাপনার ধরণ নির্ধারিত হলে সে মোতাবেক দলের প্রত্যেক সদস্যকে দলে তার ভূমিকা এবং কাজ বণ্টন করে দিতে হবে।
- দলের সদস্য শিক্ষার্থীরা অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

কর্মদিবস ২: ৯০ মিনিট

- বৌদ্ধধর্মীয় বিধি-বিধান বা শাস্ত্র অনুসারে অসুস্থ ব্যক্তির /ডেঙ্গু রোগীর সেবায় করণীয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য সংগৃহীত উপকরণ দিয়ে কাজ শুরু করবে। যেমন- ভূমিকা অভিনয়ের জন্য স্ক্রিপ্ট তৈরি এবং রিহার্সেল, জনসচেতনতা ও প্রচারণার জন্য প্রয়োজনীয় পোস্টার, সাইনপেন, ছবি অংকন ইত্যাদি, অথবা পাওয়ার পয়েন্ট প্রস্তুতি ইত্যাদি।
- মূল্যায়নের উৎসবের দিনে দলগতভাবে উপস্থাপনার জন্য দলের প্রস্তুতি পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ।
- সারা দেশের ডেঙ্গু রোগীদের দ্রুত আরোগ্য লাভ ও ডেঙ্গু পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের কাছে সমবেত প্রার্থনা আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ। যেমন- প্রার্থনা নির্বাচন এবং কীভাবে পরিচালনা করা হবে তার পরিকল্পনা।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব): ১২০ – ১৮০ মিনিট

- মূল্যায়ন উৎসবের দিন শুরুতে শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষার্থীরা ডেঙ্গু রোগীদের দ্রুত আরোগ্য লাভ ও ডেঙ্গু পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের কাছে সমবেত প্রার্থনা করবে।
- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে তাদের নির্ধারিত কাজ উপস্থাপন করবে।

উপকরণ:

কর্মদিবস ১, কর্মদিবস ২ এবং কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসব) এর কাজগুলো করতে শিক্ষার্থীদের কাগজ (তাদের শ্রেণির কাজের খাতা থেকে নেয়া) এবং কলম ছাড়া অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই। বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীরা তা ব্যবহার করতে পারে। পোস্টার বানানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের খাতার পৃষ্ঠা বা পুরনো ক্যালেন্ডারের পেছনের সাদা পাতা ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিক্ষকের কাজ:

সাধারণ কাজ-

- মূল্যায়নসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা ভুল করলেও তাদেরকে নিরুৎসাহিত না করে বরং বারবার চেষ্টা করতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ ও উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে নির্ধারিত একক যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার কোন স্তরে আছে, তা যাচাই করে নির্ধারিত ফরমে রেকর্ড করবেন।
- পর্যবেক্ষণ করে রেকর্ড সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ‘পরিশিষ্ট ১’ এ দেয়া ছক অনুসরণ করবেন।

কর্মদিবস ১ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থী সংখ্যা পাঁচের অধিক হলে দলে বিভক্ত করে তাদেরকে রোগীর সুস্থতায় করণীয়/অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে বলুন। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে পরিবার/আত্মীয়/প্রতিবেশী একজন ডেঙ্গু রোগী/অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষায় কী কী করেছে তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। সেসব অভিজ্ঞতার সারাংশ একটি কাগজে লিখে রাখার নির্দেশনা দিন। কাগজগুলো পড়ে শিক্ষার্থীদের সেবাদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে রোগীর সেবায় বৌদ্ধধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে কী কী করতে পারে সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন। প্রয়োজনে অভিভাবক/ ধর্মীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করতে অথবা অন্য কোন উৎসের সহযোগিতা নিতে বলুন।
- দলের সদস্যরা কে কোন কাজ করবে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত মতামতের ভিত্তিতে স্থির করার নির্দেশনা দিন।
- মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য প্রাপ্ত তথ্যের কাগজ ও অভিজ্ঞতার তালিকাগুলো সংরক্ষণ করুন।

কর্মদিবস ২ এর ক্ষেত্রে-

- শিক্ষার্থীদের আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের উপস্থাপনার ধরন নির্ধারণ করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তু নির্ধারণে সহযোগিতা করতে পারেন। যেমন-রোগীর সেবায় কী কী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করা যায় তার ভূমিকাভিনয়, ডেঙ্গু রোগীর সেবা কীভাবে করতে হয় তার উপস্থাপন, রোগীর সেবায় ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে কী করা যায় তার উপস্থাপন, অন্য কোন সৃজনশীল ধারণা দিয়ে ধর্মীয় বিধি-বিধান ও জ্ঞান থেকে সৃষ্ট মূল্যবোধের আলোকে রোগীর সেবায় শিক্ষার্থীদের করণীয় বিষয়বস্তুর ভূমিকাভিনয়, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক বক্তব্য উপস্থাপন, ছবি আঁকা, সচেতনামূলক কার্যক্রম (পোস্টার, গান, নাটক, পরিবেশ পরিচ্ছন্নকরণ ইত্যাদি)।
- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলুন।

কর্মদিবস ৩ (মূল্যায়ন উৎসবের দিন) এর ক্ষেত্রে-

- মূল্যায়ন উৎসবের দিন শুরুতে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করুন।
- শিক্ষার্থীরা ডেঙ্গু রোগী/অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় কী কী করবে তা তাদের দলগত প্রস্তুতি অনুযায়ী উপস্থাপন করতে বলুন। ভূমিকাভিনয়/ পোস্টার উপস্থাপন/ অন্য কোন মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীর উপস্থাপন পর্যবেক্ষণ করুন। দলীয় উপস্থাপনায় কতটা ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতিফলন হয়েছে তা লক্ষ্য করুন।
- উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর লেখা, আঁকা, ভূমিকাভিনয়, মন্ত্র, শ্লোক তাদের অভিজ্ঞতাগুলোর সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা দেখুন। এখানে শিক্ষার্থীর লেখা, কাহিনি, অভিনয় ও আঁকা কতটা নিখুঁত হলো তা বিবেচ্য নয়। শিক্ষার্থী সপ্তম শ্রেণির নির্ধারিত যোগ্যতা ২ ও ৩ কতটা অর্জন করতে পারল সেটাই লক্ষ্যণীয়।
- শিক্ষার্থীর কাজ অনুসারে সংশ্লিষ্ট পিআই এবং বিআই এর পর্যায় সনাক্ত করে প্রদত্ত ফর্মে সংরক্ষণ করবেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই কাজটি করতে হবে। উপস্থাপনা শেষে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ প্রমানক হিসাবে সংরক্ষণ করুন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির

হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

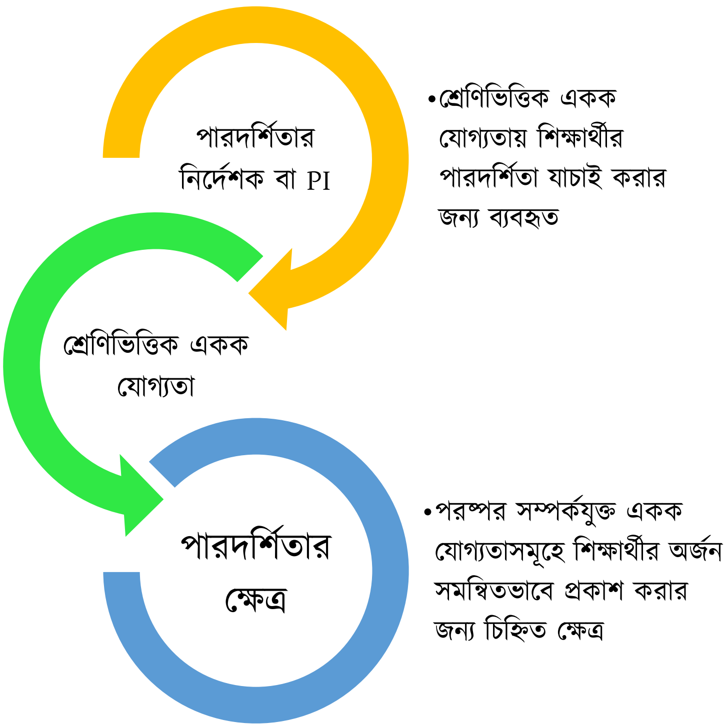

ধর্মের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। ধর্মীয় জ্ঞান

২। ধর্মীয় বিধি-বিধান

৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, "ধর্মীয় বিধি-বিধান" ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৭.২ বৌদ্ধধর্মের মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা	৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে ৭.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম **শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা**
১। ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে।
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে।
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলে মিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, ‘ধর্মীয় মূল্যবোধ’ শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৭.৩.১ এবং ৭.৩.২)। কোনো শিক্ষার্থী এই ২টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। অন্যটিতে সর্বনিম্ন পর্যায় (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১ - ১}{২} * ১০০\% = ০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে ‘ধর্মীয় মূল্যবোধ’ শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মানের (-১০০% থেকে +১০০%) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রকে **নিম্নবর্ণিত সাত স্তর বিশিষ্ট স্কেল** দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ০% হলে ওই শিক্ষার্থীর ‘ধর্মীয় মূল্যবোধ’ শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে **‘সক্রিয় (Activating)’**। ৭ম শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে, ‘ধর্মীয় মূল্যবোধ’ পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

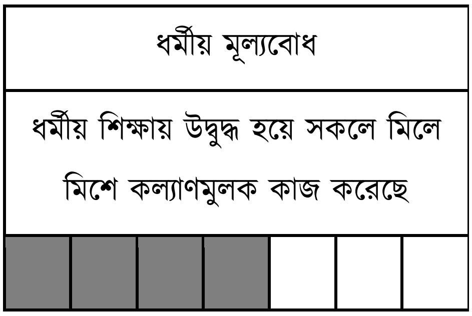

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

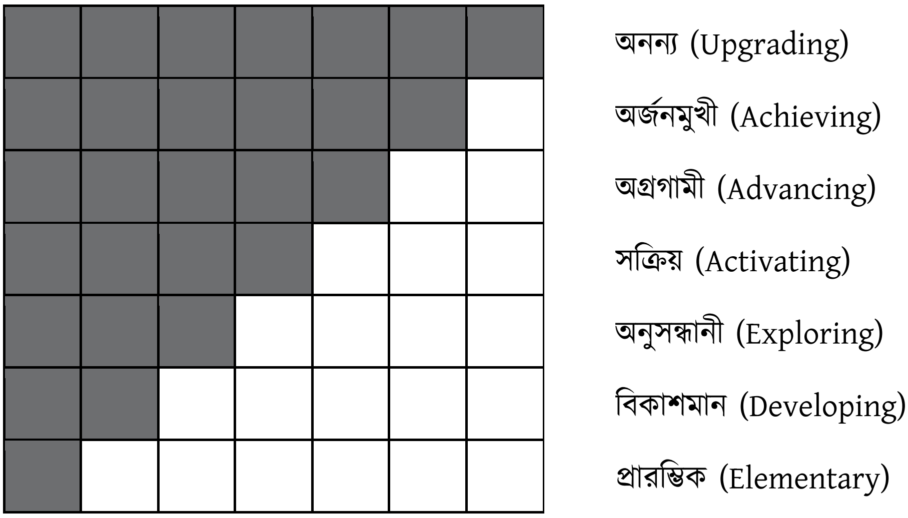

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। ধর্মীয় জ্ঞান	৭.১ ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে ধর্মগ্রন্থের (বয়স উপযোগি) নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা	৭.১.১ ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে উপলব্ধি প্রকাশ করছে ৭.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা অনুসরণ করছে
২। ধর্মীয় বিধি-বিধান	৭.২ বৌদ্ধধর্মের মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা	৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে ৭.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করছে

বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ	৭.৩ বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা	৭.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে ৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ
২। নিষ্ঠা ও সততা
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে

	৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			□	○	△
বৌদ্ধধর্মের মৌলিক উৎস হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা	৭.২.১	শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করেছে।	বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
			পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে অসুস্থ মানুষের সেবায় করণীয়গুলো চিহ্নিত করে উপস্থাপন করতে পারছে	পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে অসুস্থ মানুষের সেবায় করণীয়গুলোর তাৎপর্ উপস্থাপন করতে পারছে	পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে অসুস্থ মানুষের সেবায় করণীয়গুলো পালনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।
বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।	৭.৩.১	ধর্মীয় মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করেছে	মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি নিজ ভাষায় লিখে বা অন্য কোন উপায়ে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শিখন পরিবেশে প্রকাশ করছে	জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি সচেতনভাবে শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয়ে) আচরণে প্রকাশ করছে	জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে শিখন পরিবেশের বাইরেও প্রকাশ করছে
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
			পরিবারের অসুস্থ রোগীর জন্য করণীয়/ রোগ প্রতিরোধে করণীয় চিহ্নিত করে উপস্থাপন করতে পেরেছে	বিদ্যালয়ের অসুস্থ রোগীর জন্য করণীয়/ রোগ প্রতিরোধে করণীয় চিহ্নিত করে উপস্থাপন করতে পেরেছে	প্রতিবেশী অসুস্থ রোগীর জন্য করণীয়/ রোগ প্রতিরোধে করণীয় চিহ্নিত করে উপস্থাপন করতে পেরেছে
	৭.৩.২	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব

		সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে	মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত শিখন পরিবেশে ব্যক্ত করছে	মানবিকতা শিখন পরিবেশে আচরণে প্রকাশ করছে	ও মানবিকতা যে কোনো পরিস্থিতিতে বহুমাত্রিক উপায়ে শিখন পরিবেশের বাইরে আচরণে প্রকাশ করছে
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে		
			অসুস্থ রোগীর প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত বিদ্যালয়ে ব্যক্ত করছে	অসুস্থ রোগীর প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত বিদ্যালয়ে আচরণে প্রকাশ করছে	অসুস্থ রোগীর প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত পরিবার ও সমাজে আচরণে প্রকাশ করছে

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শ্রেণি:		বিষয়:		
		প্রযোজ্য PI নং		
আইডি	**নাম**	**৭.২.১**	**৭.৩.১**	**৭.৩.২**
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:		বিষয়:		
		প্রযোজ্য PI নং		
আইডি	**নাম**	**৭.২.১**	**৭.৩.১**	**৭.৩.২**
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম				
শিক্ষার্থীর নাম				
শিক্ষার্থীর আইডি: _____________	**শ্রেণি:**	**বিষয়:** বৌদ্ধ ধর্ম	**শিক্ষকের নাম:**	

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা

পারদর্শিতার নির্দেশক	**শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা**		
৭.১.১ ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে উপলব্ধি প্রকাশ করছে			
	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে শ্রেণিকক্ষে সংবেদনশীল আচরণ প্রদর্শন করছে	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে শিখণ পরিবেশে (শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় ও পরিবার) সংবেদনশীল আচরণ প্রদর্শন করছে	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে যে কোনো প্রেক্ষাপটে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সংবেদনশীল আচরণ প্রদর্শন করছে
৭.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা অনুসরণ করছে			
	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে শিখন পরিবেশে শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে আংশিক নিয়ম মেনে চলছে	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে স্বপ্রণোদিত হয়ে শিখন পরিবেশে নিয়ম মেনে চলছে ও অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে ও সম্পূর্ণ পালন করছে	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়বস্তু ভিত্তিক নির্দেশনা জেনে স্বপ্রণোদিত হয়ে শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে (পারিবারিক ও সামাজিক) নিয়ম মেনে চলছে
৭.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে			
	বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে	বিধি-বিধানগুলো আংশিক অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে
৭.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে			
	মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি নিজ ভাষায় লিখে বা অন্য কোন উপায়ে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শিখন পরিবেশে প্রকাশ করছে	এ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি সচেতনভাবে শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয়ে) আচরণে প্রকাশ করছে	জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে শিখন পরিবেশের বাইরেও প্রকাশ করছে
৭.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে			
	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিক আচরণ সম্পর্কে তার অভিমত শিখন পরিবেশে ব্যক্ত করছে	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিকতা শিখন পরিবেশে আচরণে প্রকাশ করছে	মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও মানবিকতা যে কোনো পরিস্থিতিতে বহুমাত্রিক উপায়ে শিখন পরিবেশের বাইরে আচরণে প্রকাশ করছে

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:
শ্রেণি:	বিষয়:	

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি:		বিষয়:									
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

নৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৭ম .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ

পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত উপায়ে ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি

বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পেরেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ

নিজস্ব পর্যবেক্ষণসহ বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ

জীবন ও পরিপার্শ্বের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন

নিজের মতামত সম্পর্কে অন্যদের সমালোচনা ইতিবাচকভাবে নিয়েছে ও অন্যের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication

Applies strategies to minimize communication breakdown

Linguistic norms

Transforms sentence structures according to their purposes

Democratic practice

Practices democratic skills following relevant social practices

Creative expression

Expresses personal feelings on the literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান

সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ

বাস্তব সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ সমাধানে প্রথাগত ও ডিজিটাল কৌশল ব্যবহার করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি

জ্যামিতিক আকৃতি যুক্তিসহ চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক

সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

পরিকল্পনা বাছাই থেকে শুরু করে ফলাফল যাচাই করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সকল ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ

বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর খুঁজে বের করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন

কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে

আইসিটি সক্ষমতা

নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পেরেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন

কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়

বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

সময়ের সাথে সামাজিক কাঠামো এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবস্থাপনার চর্চা ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কেন একেক অঞ্চলে একেকরকম হয় কিংবা সময়ের সাথে পালটায় তা উদঘাটন করে নিজ প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন						
নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে						

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং						
দেশীয় শ্রম বাজারে পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বুঝে দক্ষতার উন্নয়ন ও লাভজনক বিনিয়োগ খাত খোঁজার চেষ্টা করেছে						

পেশাগত দক্ষতা						
নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে						

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা						
প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনে পেশায় এর প্রভাব বুঝতে পেরেছে						

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান						
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে অনুসরণ করেছে						

ধর্মীয় বিধিবিধান						
মৌলিক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুসরণ করেছে						

ধর্মীয় মূল্যবোধ						
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে মিলেমিশে কল্যাণমুলক কাজ করেছে						

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা						
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করে নিজের সামগ্রিক যত্ন ও পরিচর্যা করেছে						

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা						
যে কোন ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করেছে						

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা						
ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পেরেছে						

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর						
প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ, গল্প, বা ঘটনায় নিজের কল্পনা মিশিয়ে শিল্পকলার যে কোন ধারায় সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে						

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ						
শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপভোগ করে মতামত দিতে পারছে						

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা						
দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা করছে ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে						

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

মূল্যায়নের স্কেল

■■■■■■■	=	অনন্য (Upgrading)
■■■■■■□	=	অর্জনমুখী (Achieving)
■■■■■□□	=	অগ্রগামী (Advancing)
■■■■□□□	=	সক্রিয় (Activating)
■■■□□□□	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
■■□□□□□	=	বিকাশমান (Developing)
■□□□□□□	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : .... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

....

....

....

....

....

....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

....

....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

....

....

....

....

....

....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

....

....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

....

....

....

....

....

....

....	....	....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ